দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 11 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

এইচএসসি পরীক্ষার ফল

ইতোমধ্যে ঢাকা ও কুমিল্লা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা বোর্ডে এবার পাসের হার ৬৯·৪০ ভাগ এবং কুমিল্লা বোর্ডে এই হার ৬৪·৩৯ ভাগ। বাকি দু'টি বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফলও অচিরেই প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়। গত জুন-জুলাইয়ে প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে বলা যায়, যথাসময়েই প্রকাশিত হয়েছে ও হতে যাচ্ছে। এছাড়া, পাসের হারও অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশী। উল্লেখ্য, এবার এসএসসি পরীক্ষার ফলও মোটামুটি যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এবং ঐ পরীক্ষায়ও পাসের হার অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশী। এইচএসসি পরীক্ষার যে দু'টি বোর্ডের ফল এখনো প্রকাশিত হয়নি আশা করা যায়, সেই দু'টি বোর্ডের ফলাফলেও পাসের হার একই রকম থাকবে।

এদেশে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের প্রতি সকলের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফলের প্রতি সকলের বা সর্বমহলের এতো মনোযোগ থাকে না। এর কারণ, এই দু'টি পরীক্ষাতেই দেশের সর্বাধিকসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিয়ে থাকে। কাজেই দেখা যায়, দেশের প্রায় প্রতিটি পরিবার থেকেই কোন না কোন ছেলেমেয়ে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকে। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বা উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোর পরীক্ষায় ঠিক এরকম সকল পরিবারের ছেলেমেয়েরা অংশ নেয় না। আরো একটি বিষয় এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এসএসসি পরীক্ষা যেমন কলেজে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ তেমনি, এইচএসসি পরীক্ষা উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ। বিশেষ করে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়ে যায় কারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ততা অর্জন করল। এ কারণেও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বশেষ গুরুত্ব লাভ করে থাকে।

গত এসএসসি পরীক্ষা এবং আলোচ্য এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে পাসের হার বৃদ্ধির বিষয়টি অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্নপত্রের জন্যই হোক বা যে কোন কারণেই হোক— এতে আশংকিত বা আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং, পাসের এই হার বৃদ্ধি একটি আশাব্যঞ্জক বিষয়। কারণ, যেসব ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে পরীক্ষায় বসে তারা কেউ ফেল করার আশা নিয়ে তা করে না। তবু, তাদের ফেল করতে হয়। আর এটা খুবই দুঃখজনক বিষয়। স্কুল-কলেজে ভাল পড়াশোনা না হলেই যে শুধু এই ফেল করার ঘটনা ঘটে তা নয়। অতীতে অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে, কোন পরীক্ষায় শতকরা কত ভাগ পাস করানো হবে— এটা আগে স্থির করা হয়েছে। ফলে, পাস করার মতো অনেক ছাত্র-ছাত্রীকেও দুর্ভাগ্য বরণ করে নিতে হয়েছে। এই অবস্থা ছিল শিক্ষা সংকোচনের। বলার অপেক্ষা রাখে না, ঔপনিবেশিক আমলে দেশীয় ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করা হতো। সেই অবদমনমূলক পদ্ধতি এখনও প্রয়োগ করা হবে— এটা কোন কল্যাণকামী মানুষ আশা করতে পারেন না। কাজেই, আমরা মনে করি, পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধিকে স্বাগত জানিয়ে কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চতর শিক্ষা, বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। যদি আমরা তা করতে পারি তাহলে এই ছাত্র-ছাত্রীরা জাতির সম্পদে পরিণত হবে এবং জাতি তাদের দ্বারা লাভবান হবে। পাসের পর উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে ভর্তির যে জটিলতা সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি আমরা জোর দিতে চাই।